প্রেস রিলিজ

রোহিঙ্গারা বাংলাদেশি না কিন্তু তারা মানুষ
(মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মো. আসাদুজ্জামান এমপি)

জাতীয় প্রেস ক্লাবে "রোহিঙ্গা সংকট: বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ করণীয়" শীর্ষক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা, ২৩ আগস্ট, ২০২৬- জাতীয় প্রেস ক্লাবে নীতি গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক **"রোহিঙ্গা সংকট: বর্তমান বাস্তবতা ও ভবিষ্যৎ করণীয়"** শিরোনামে আয়োজিত হয় একটি আলোচনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি সূচনা করেন নীতি গবেষণা কেন্দ্রের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর **ড. শাকিল আহম্মেদ** এবং সঞ্চালনা করেন **প্রফেসর এস কে তৌফিক এম. হক**, ট্রাস্টি সদস্য, নীতি গবেষণা কেন্দ্র।

অনুষ্ঠানে দেশের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ এবং নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিগন উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন **মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মো. আসাদুজ্জামান এমপি,** এবং অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন **মায়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত অ্যাম্বাসেডর মোহাম্মদ সুফিউর রহমান।** আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন **ড. ইশরাত জাকিয়া সুলতানা,** সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়; **জনাব পরিমল পালমা,** সাংবাদিক ও কূটনৈতিক প্রতিবেদক, দ্য ডেইলি স্টার, **জনাবা রাজিয়া সুলতানা,** রোহিঙ্গা নারী অধিকারকর্মী এবং একজন রোহিঙ্গা প্রতিনিধি।

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি **মাননীয় আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব মো. আসাদুজ্জামান, এমপি,** বলেন- রোহিঙ্গা গনহত্যা দিবস উপলক্ষে নীতি গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক আয়োজিত এই আলোচনা অনুষ্ঠানের উদ্যাগটি সরকারকে আলোর পথ দেখাবে এবং নীতি নির্ধারনে সহায়তা করবে। রোহিঙ্গারা যখন ঝুঁকি নিয়ে বাংলাদেশে আসে তখন সেটা মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে দেখা হয়। রোহিঙ্গারা বাংলাদেশি না কিন্তু তারা মানুষ, এবং তাদের নিরাপত্তার অধিকার রয়েছে। রোহিঙ্গা ইস্যুকে জাতীয় ঐক্যমত্যের যায়গায় নিতে যেতে হবে। একটি জাতীয় কমিটি ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে। আমরা তাদের নিরাপত্তা এবং মানবাধিকারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি। আমরা চাই তারা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যাক এবং তাদের অধিকার নিশ্চিত হোক।

অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনা করার সময় **মায়ানমারে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত অ্যাম্বাসেডর মোহাম্মদ সুফিউর রহমান বলেন,** আন্তর্জাতিক ভাবে রোহিঙ্গা ইস্যু খুব কম মনোযোগ পাচ্ছে। প্রত্যাবর্তন বিষয়ে বর্তমানে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হয়েছে ভেরিভিকেশনের মাধ্যমে, দায়িত্ব এড়ানো হয়েছে, এখানে ৬০ শতাংশ রোহিঙ্গা ভেরিভিকেশনের বাইরে রয়ে গেছে। রোহিঙ্গা সমস্যা বাংলাদেশের ইস্যু না, রোহিঙ্গা ইস্যু মায়ানমারের ইস্যু। আমাদের বুঝতে হবে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধান কিন্তু রাখাইনকেই করতে হবে। যদি শুধু কুটনৈতিক দিক দিয়ে এই সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হয় তাহলেও সম্ভব না, যদি শুধু নিরাপত্তার দিক বিবেচনা করা হয় তাহলেও সম্ভব হবে না, দরকার এই দুটো দিকের সমন্বয়। এজন্য ঐক্যমত্য গড়ে তুলতে হবে নাহলে সিদ্ধান্ত যতোই ভালো হোক বাস্তবায়ন হবে না।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালইয়ের সহযোগী অধ্যাপক **ড. ইশরাত জাকিয়া সুলতানা,** বলেন, বলা হচ্ছে রোহিঙ্গা সংকট মায়ানমারের অভ্যন্তরীন সমস্যা কিন্তু সমস্যাটা আসলে বাংলাদেশের উপরে চলে এসেছে, তাই বাংলাদেশের এ বিষয়ে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ মানবিকতার খাতিরে রোহিঙ্গাদের জন্য করেছে, কিন্তু প্রশ্ন হলো তাহলে মানবিকতা কি দূর্বলতা? মানবিকতা আসলে দূর্বলতা নয়, কিন্ত এটা তখন দূর্বলতা হয়ে যায় যখন নীতি এবং কৌশল যথাযথ না থাকে। প্রত্যাবর্তন এখন অনেকে বলে মিথে পরিণত হয়েছে। যে জাতীয় কমিটি গঠন হলো - আমরা আশা করিনা যে রাতারাতি সব সমাধান হয়ে যাবে, কিন্তু সবার মতামত নিয়ে যেন কার্যকর একটি নীতি প্রণয়ন করা হয়। এটাকে শুধুমাত্র রোহিঙ্গা নীতি না বলে শরনার্থী নীতি বলতে চাই।

রোহিঙ্গা নারী অধিকারকর্মী **জনাবা রাজিয়া সুলতানা বলেন,** রোহিঙ্গা নারীরা তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে চায়। বাংলাদেশ অনেক করেছে কিন্তু একা আর কতো বহন করবে। রোহিঙ্গারা নিজের দেশে ফিরতে চায়, কিন্তু সেটা হতে হবে নিরাপদ প্রত্যাবর্তন। এই বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে নিতে হবে, কারন নয়টা বছর পার হয়ে গেছে।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের 'রোহিঙ্গা' নয়, 'বাঙালি' বলে দাবি করে; অথচ বাস্তবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গার সংখ্যা ১২ লাখেরও বেশি, যেখানে সহায়তার পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। আরাকান আর্মি রোহিঙ্গাদের স্বার্থকে গুরুত্ব দিচ্ছে না—ফলে মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে, সেটি নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই বাংলাদেশকে এই সংকটের বড় বোঝা বহন করতে হচ্ছে।

সাংবাদিক ও কূটনৈতিক প্রতিবেদক **পরিমল পালমা বলেন,** নেতৃত্ব ছাড়া কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও সঠিক ও কার্যকর নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই রোহিঙ্গা সংকটকে দেখলে তাদের অন্যতম বড় দুর্বলতা হলো ঐক্যবদ্ধ ও কার্যকর নেতৃত্বের অভাব। রোহিঙ্গারা কয়েক দশক ধরেই বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে আসছে। তবে ২০১৭ সালে সবচেয়ে বড় গণহারে রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করে; সে সময় প্রায় ৭ লাখ ৫০ হাজার রোহিঙ্গা সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আসে। বর্তমানে বাংলাদেশে রোহিঙ্গা শরণার্থীর সংখ্যা ১২ লাখেরও বেশি।

কিন্তু জনসংখ্যা বাড়লেও তাদের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অর্থায়ন সেই অনুপাতে বাড়ছে না। ফলে ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং অন্যান্য মৌলিক সেবার সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে।

রোহিঙ্গা নারী অধিকারকর্মী জনাবা রাজিয়া সুলতানা রোহিঙ্গা প্রতিনিধি তার বক্তব্যে জনাবা রাজিয়া সুলতানা বলেন, মিয়ানমারের সেনাবাহিনী রোহিঙ্গাদের 'রোহিঙ্গা' নয়, 'বাঙালি' বলে দাবি করে; অথচ বাস্তবে বাংলাদেশে রোহিঙ্গার সংখ্যা ১২ লাখেরও বেশি, যেখানে সহায়তার পরিমাণ আগের তুলনায় অনেক কমে গেছে। আরাকান আর্মি রোহিঙ্গাদের স্বার্থকে গুরুত্ব দিচ্ছে না—ফলে মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ কার হাতে, সেটি নিয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যেই বাংলাদেশকে এই সংকটের বড় বোঝা বহন করতে হচ্ছে।

রোহিঙ্গা প্রতিনিধি মুজিবুল্লাহ বলেন, আমরা কোনো সহানুভূতি চাই না, আমরা বিচার চাই এবং আমাদের অধিকার চাই। আমরা আশা করবো যে সিদ্ধান্ত আমাদের নিয়ে নেওয়া হবে সেটা যেন সুবিচার নিশ্চিত করে।

অনুষ্ঠান শেষে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক **মোহাম্মদ ঈসা ইবনে বেলাল** ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বিনীত,

Shakil

ড. শাকিল আহম্মেদ
এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর
নীতি গবেষণা কেন্দ্র